বিদ্যা-সুন্দর

বিদ্যা-সুন্দর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫-২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রবোধ নান
শনিরঞ্জন প্রেস
২৫-২, মোহনবাগান রো
কলিকাতা

১৩৪১

মূল্য বারো আনা

রঞ্জন প্রকাশালয়ের পক্ষ হইতে
শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বিদ্যা-সুন্দর

— এই লেখকের —

দেয়ালি

বসন্তসেনা

দেশের শত্রু

ঘোষযাত্রা

আত্মঘাতিনী

প্রাচীন আসামী হইতে

বিদ্যা-সুন্দর

নেপোলিয়ান (যন্ত্রস্থ)

বিদ্যা-সুন্দর

"ফিরে এস, ফিরে এস, ক্ষান্ত দাও রাত্রি আজিকার,
আজিকে জাগ্রত পুরী ; পুণ্যভুক্ যাত্রীদল সবে
করিতেছে প্রদক্ষিণ দেউলটি রাজ-দেবতার ;
ব্রতমৌন নিশীথের তন্দ্রা ভাঙি মেতেছে উৎসবে
প্রাগ্‌জ্যোতিষের লোক ; কিন্নরীলাঞ্ছন কণ্ঠরবে
ভেদ করে মর্ম্মস্থল রঙ্গশালিকার ; জালায়ন-
পথে কম্পমান আলো ; হর্ম্ম্যতলে নর্ত্তকীরা যবে
'সমে' আসি উন্মাদিনী—ঝলমলে কর্ণের ভূষণ,
এক সাথে ক্রন্দি ওঠে নূপুর হইতে সীঁথি কিঙ্কিনী কঙ্কণ ॥

"বিদ্যার পাবে না দেখা, ঘিরিয়াছে জাগ্রত প্রহরী
রাজকুমারীর গৃহ ; হয় তো বা সখীদলবলে
চলিবে অক্ষের ক্রীড়া কক্ষে তার সারা রাত্রি ধরি
নিশি-জাগরণ-ব্রতে ; আজি সেথা যাবে কোন্ ছলে
হে বিদেশী !" এত বলি আগুসরি ছায়া-কুঞ্জতলে
থামিল মালিনী মাসি ; ততক্ষণে কিশোর সুন্দর
ছাড়ায়ে সীমানাখানি মালঞ্চের, গেছে হায় চলে
কোন্ ঘন অন্ধকারে ; নিষ্কম্প বাতাসে করি ভর
আসিতে লাগিল গন্ধ চম্পকের, বসন্তের প্রিয়-সহচর ॥

মালিনী থামিল ধীরে, কিছুক্ষণ রহিল থমকি ;
সূচীভেদ্য তমিস্রায় প্রাণপণে ক্ষীণ দৃষ্টি তার
খুঁজিতে লাগিল কারে ! অবশেষে উঠিল চমকি
আপনার দীর্ঘশ্বাসে ; অকস্মাৎ বুঝি একবার
নাচিল দক্ষিণ আঁখি ! ফিরি আসি পুষ্পবাটিকার
বসিল একটি পাশে—করতলে চিন্তানত মুখ ।
বিদেশী রাজার পুত্র, রূপে মুগ্ধ কুমারী বিদ্যার
অতিথি তাহার গৃহে ; চলে নিত্য প্রণয়ের সুখ
গোপনে সুড়ঙ্গ-পথে ! কি ঘটিবে রাজা যদি জানে এতটুক ।

ততক্ষণে রাজপুত্র ছাড়াইয়া কুটীরের সীমা
উত্তরিল গোহালের কাছে ; সুপ্তিমগ্ন ধেনুদল,
কেবল ধবলী জাগি, আহা মরি, স্নেহের প্রতিমা ;
সুধীরে সে বাড়াইল, আপনার তপ্ত সুকোমল
লোল গ্রীবা-ভঙ্গিখানি ডিঙাইয়া বেড়া ; জ্বল জ্বল
দুটি নেত্র স্নেহ-কৌতূহল-রসে ; না লভিয়া তার
নির্দ্দিষ্ট পল্লব-মুষ্টি, টানি নিল উষ্ণীষে চঞ্চল
সন্ধ্যা মালতীর গুচ্ছ ; অন্যমনে শুধু একবার
বুলাইল করপদ্ম তপ্ত গলদেশে তার সুন্দর কুমার ॥

ছাড়ায়ে গোহাল-সীমা অবশেষে পঁহুছিল এসে
মধুপ-স্বপন-মুগ্ধ মালঞ্চের নির্জ্জন সভায় ;
সফেন মালতী পুষ্প সমর্পিল তার শির দেশে
রাশি রাশি শুভ্র দল ; ভৃঙ্গহারা চম্পা আজি হায়,
স্তাবকবিহীন ক্ষুব্ধ একাকিনী বিরহিণী প্রায়
নীরব গৌরবে মরি, রহি রহি তীব্র সৌরভের
হানিতেছে কটাক্ষ নিপুণ—মধুমন্থর কষায়
প্রথম যেন সে প্রেম। বিস্তারিয়া শুভ্র লাবণ্যের
স্নিগ্ধ আমন্ত্রণখানি নিশিগন্ধা প্রতীক্ষায় কোন্ পথিকের ॥

আজি না পাইল চম্পা প্রেমিকের সাদর চুম্বন,
আদরে চয়ন-ভাগ্য, সঙ্গোপনে প্রেমিকার নিশি-
মাল্য লাগি ; মুখর দাড়িম্বগুচ্ছ উজলিয়া বন
মদিরচ্ছটায় ; বার্ষিক বিদায়লগ্নে কুন্দ দিশি
দিশি কাঁদাইছে কটাক্ষে করুণ ; মাধবিকা মিশি
পল্লবে বিলীন। অন্যমনে অতিক্রমি কাননের
সীমা চলিল সুন্দর ; অকস্মাৎ মনে কিবা বাসি
ফিরিয়া ছিঁড়িল ধীরে নেশারক্ত করবী পুষ্পের
একটি জ্বলন্ত গুচ্ছ, চমকিল নৈশপাখী স্তব্ধ কুলায়ের ॥

পার হ'য়ে পল্লীসীমা, পার হ'য়ে মহুয়ার বন
পৌঁছিল সুন্দর আসি, উপলিত তীরে ধানশ্রীর ;
ভাঙালো চমক তার শীত-তীব্র সিক্ত সমীরণ ;
ছুটেছে ধানশ্রী ক্ষিপ্র, স্বচ্ছ লঘু ডুরে শাড়িটির
ভঙ্গে ভঙ্গে প্রকাশিয়া আপনার চঞ্চল অধীর
অপ্সরী-ঈপ্সিত ক্ষীণ ললিত সে সদ্য তনুখানি,
অতিদূর ব্রহ্মপুত্র লাগি ! নেহারিয়া নদী নীর
নিশ্বসিল দীর্ঘশ্বাস ; ভাবিল সে কত রাত জানি !
সেও কি জাগিয়া আহা ! এতক্ষণে নিভিয়াছে ধূপ দীপদানি।

মীণার কমল-আঁকা, অতি লঘু চন্দনের দ্বার
উদ্‌ঘাটি পশিল বিদ্যা কক্ষে আপনার ; ন্যস্ত ডান
করতলে মর্ম্মর থালিকা ভরি কুল-দেবতার
প্রসাদের অবশেষ ভাগ ; নামাইল থালাখান
আধেক আনত হ'য়ে জানু পাতি মাণিক্য-বসান
স্ফটিকের ভিত্তিতলে ; রুদ্ধ করি দ্বারখানি ধীরে
দাঁড়াইল সুঠাম ভঙ্গীতে ; দুটি দুলে দুটি কান
দুলালো ঈষৎ শুধু ; কারে হেরি চমকিয়া ফিরে
দেখিল নিজেরি ছায়া পড়িয়াছে কাকচক্ষু দর্পণের নীরে ॥

একটি সরসী মাঝে একটি কমল ; ফুটিল যে
পদ্মগুলি ভোরবেলা মানসের কিনারে কিনারে
লুটে পুটে তুলে নিল অপ্সরীরা স্নানরসে ম'জে ;
সপ্তর্ষি নামিয়া ধীরে উষামৌন মানসের ধারে
সযত্নে তুলিল আর ; সকলের নাগালের পারে
একটি অস্ফুট পুষ্প যেন হায় বাকি ! তাকাইয়া
দর্পণের পানে কাঁপিল অধর—মধুকর ভারে
গোলাপের দল ; মৃদু হাসি গেল চমকিয়া ;
সে যদি আসিত আজি প্রিয়তম কি ভাবিত আমারে
হেরিয়া ॥"

স্বচ্ছ মুকুতার মাঝে লাবণ্যের মত ঢল ঢল
ছায়া দর্পণেতে ; ক্ষীণচন্দ্রোপম ভালে খয়েরের
টিপ ; ভুরু কালো, তারা কালো, মরি কালো সে কাজল—
চোখের চাহনিখানি, যেন আহা, কোন্ বনান্তের
তমালের আভাময়ী ! দ্যুতিখানি দুটি কপোলের
মুহূর্ত্তে প্রকাশ করে হৃদয়ের গোপন বাসনা
প্রেমিকের পরিতৃপ্তি ; কণ্ঠে কান্তি সদ্য মৃণালের ;
ধানী কাঁচুলির তলে আভাসে যায় রে গণা
বন্ধুর বক্ষের তাল ; ইন্দ্রগোপ-রক্তরুচি বসন বিমনা

ভাঁজে ভাঁজে নামিয়াছে থরে থরে লুকাইয়া, মরি,
ছুর্লভ রহস্যরাজি পদোপান্তে, যেথা লাক্ষা-রাগ
পথপ্রান্তে আরক্ত মিনতি ; অঞ্চল ঝুলিয়া পড়ি
মুছে দেয় পদ্মলঘু চরণের চিরবাঞ্ছা দাগ ;
কটিতে কনককাঞ্চী স্বর্ণউষা কণ্ঠ কলবাক্ ;
লাবণ্যমসৃণ ছুটি বল্লরিত ব্যগ্র বাহুলতা
অঙ্গুলির সঞ্চালনে যেন আহা খেলিতেছে ফাগ
অদৃশ্য দয়িত সনে ; মুক্ত কুন্তলের অজস্রতা
নির্ঝরিছে নীড়গামী বলাকার পক্ষচ্যুত অন্ধকার যথা ॥

নগরীর সিংহদ্বারে বাজে মধ্যরাত ; শান্ত্রিগণ
হেঁকে যায় ; অমনি পড়িল মনে কার লাগি হায়
আজি মিছা জাগরণ ; সহসা লাগিল শিহরণ
সারা অঙ্গে। যদি আসে নিত্যমত অবোধের প্রায় !
সশস্ত্র সমস্ত পুরী ! যুক্তকরে কুল-দেবতায়
করিল প্রণাম। খুলিল কাঁচুলিখানি, প্রকাশিল
তপ্ত তনু ; দর্পণে ঘুরায়ে পিঠ, চক্ষু রাখি তায়
উতারিল স্তনচ্ছদ বস্ত্র মণিপুরী ; উদ্ভাসিল
স্বর্ণপয়োধর দুটি, স্তনাগ্র পাটল তীক্ষ্ণ কমল-উন্মীল ॥

শিথিলিল নীবীবন্ধ, রমণীয় নাভি সুগভীর ;
ধাপে ধাপে ত্রিবলী সোপান বেয়ে পথ গেছে চলি
অজ্ঞাত-রহস্য এই, তাপদগ্ধ ক্ষুধার্ত্ত পৃথ্বীর
কামনার পূর্ণ রসাতলে ; সুরভি তৈলেতে জ্বলি
স্ফটিকের দীপ বিচ্ছুরিতেছিল আলো, প্রতিফলি
লক্ষ বর্ত্তি তেজে, নিভাইল তারে ; বিরাজে অদূরে
রজতের শয্যাধার ; সুশোভিত দুটি শঙ্খ কলি
শিথানের সুবর্ণ ফলকে ; পদপ্রান্তে আছে জুড়ে
মৃগয়ার মর্ম্মরকল্পনা ; চার হস্তী বহে পালঙ্কটি শুঁড়ে ॥

বসনবিমুক্ত দেহ ; গ্রহণের ছায়া যেন ধীরে
সঙ্কোচে খসিয়া গিয়া প্রকাশিল পূর্ণ শশীখানি।
পরাগপাটল স্তন মৃণালের ক্ষীণ সূত্রটিরে
না দেয় প্রবেশপথ ; কি কৌশলে কে রাখিল আনি
আগ্নেয় গিরির শিরে হিমাদ্রির হিমমৌন বাণী।
রভসরাত্রির কত পত্রলেখা জ্বলন্ত চুম্মার
সে কোন্ অধরশিল্পী দিল মরি সন্তর্পণে টানি।
যৌবনসাগর মন্থে সুবিপুল যুগল মন্দার ;
বাসনাবুদ্বুদ দুটি খরস্রোতে আন্দোলিত অলকানন্দার ॥

বসনবিমুক্ত দেহ ; সারা অঙ্গে আলোক পিছলে ;
স্তম্ভিত মানসহ্রদে অপ্সরীরা কান্তি বিবসন
বিথারি দিয়াছে যেন ; মেঘোদয় মেদুর কুন্তলে ;
মর্ম্মর-মসৃণ স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ নিটোল জঘন
অনন্ত পূর্ণিমারসে উন্মদির পরশ-চিক্কণ
নয়নের চির ইন্দ্রজাল ; বাঁকাইয়া গ্রীবাখানি
হেরিয়া আপন রূপ, অঙ্গে অঙ্গে মুখর যৌবন,
ফুটিল গোলাপ গালে ; আজিকে সে আসিবে না জানি
বল্লভচুম্বন স্মরি পয়োধরে দিল তপ্ত অধরাঙ্ক হানি ॥

পালঙ্কে বসিল বিদ্যা, অতীতের মর্ম্মতল ভেদি
এক রাত্রে এলো মনে সহস্র রাত্রির স্মৃতি-কথা !
এই যে শয়ন শুভ্র, এ যে আহা প্রণয়ের বেদী
গুপ্ত যুগলের ; ব্যগ্র ওষ্ঠ ছোঁয়াইল যথা তথা
সুন্দরের স্পর্শ খুঁজি ; বিস্তারিয়া আতপ্ত মত্ততা
বসন্ত-রভস-ময় রতি-মুগ্ধ নর্ম্ম শয্যাখানি
বারম্বার কঠিন নিষ্পেষে ; উলটিল বাণাহতা
মৃগী সম ; রাঙিল কপোল গণ্ড, তপ্ত রক্ত হানি
কাঁপিল কপালে শিরা ; করতল বদ্ধ মুষ্টি, মুখে নাহি বাণী।

ভাবিতেছিল সে মনে, সেই এক অতি প্রিয় মুখ,
আঁকিতেছিল সে মনে তারি আহা প্রত্যেকটি রেখা,
স্মরিতেছিল সে মনে কথাগুলি দিয়াছে যা সুখ।
সেই কবে সে দিবস প্রথম যেদিন হ'ল দেখা
মালিনীর কৌশলেতে ; তারপরে প্রতি রাতে একা
এই গৃহে সম্মিলন ; মুহূর্ত্তে হয় রে পুরাতন
সদ্যজাত প্রেমখানি, ভালে তার অমরতা লেখা।
অবশেষে এল নিদ্রা, বিরহীর একান্ত শরণ।
প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে নেশারক্ত নিশীথিনী বিহ্বল তখন ॥

খুলিয়া সুড়ঙ্গ পথ প্রবেশিল একাগ্র সুন্দর।
সহসা মেলিয়া চক্ষু না পাইল হেরিতে বিদ্যারে ;
বুঝিল ঝাড়ের আলো অকস্মাৎ দীপ্ত খরতর
নেত্র তার ধাঁধিয়াছে , মিশ্মিরিয়া আঁখি বারে বারে
দেখিল যা দেখিবার, দাঁড়াইল পালঙ্কের ধারে ;
দেখিল দুলিছে বক্ষ একছন্দে গণি মৃদু তাল,
নভে দীপ্ত শশী যবে, আর স্বপ্নালস পারাবারে
অনাবৃত উদ্বেলতা ; দেখিল দেখিল ক্ষণকাল
অনন্ত চাহনি ভরে ; সুরভি নিশ্বাসে কক্ষ সুগন্ধি রসাল ॥

ত্যজি পালঙ্কের সীমা—তাকাইল গৃহের চৌদিকে
অতি পরিচিত সব ; পুরুষেরা আপন সংহৃত ;
রমণী অস্তিত্ব নিজ চতুর্দ্দিকে যায় লিখে লিখে
বসন্তের ব্যস্ততায় ; দীপাধারে, ধূপাধারে, কত
তুচ্ছ সামগ্রীর বুকে ; জীবনেরে জড়ায়ে নিয়ত
অবিরত গড়িতেছে মধুচক্রী নর-মনোরমা
চিরদিন ধরি তারা ; তিল তিল খুঁটি ইতস্তত
গড়িছে পুরুষ তাহে বাসনার নারী তিলোত্তমা,
হৃদয়ের পাদপীঠে, স্বপ্নসার-বিনির্ম্মিত লাঞ্ছিত-উপমা ॥

সমুদ্র-মন্থন-দৃশ্য-আঁকা ছাদ হ'তে ঝুলিতেছে
স্বর্ণদণ্ডে স্ফটিকের ঝাড়; বহু শিখা জ্বল জ্বল
ঝলমল কাচের দোলকগুলি মৃদু দুলিতেছে,
চিত্রবর্ণ চূর্ণ ইন্দ্রচাপ; গৃহভিত্তি দীপ্তোজ্জ্বল;
সুবর্ণের ধূপদানি হ'তে উঠিতেছে অনর্গল
ক্ষীণ বাষ্প, তন্বী লঘু লীলাময়ী অপ্সরীর মত;
দর্পণে কাঁপিছে ছায়া তার; হোথা প্রভাতী কমল-
বন অঙ্কিত দক্ষিণে, ডাকিতেছে সেথা হংস শত,—
ডানার শিশির ঝাড়ি; উচ্চ-নাল ফুলগুলি ঈষৎ আনত ॥

বামে কথা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ; তরুতলে মুগ্ধ
রাজা ; আগে চলে সখীদ্বয় ; পশ্চাতে কিশোরী ফিরি
কণ্টক-আহতা, দুই চক্ষু ব্যস্ত দুই দিকে ; দুগ্ধ-
শুভ্র কর্ণোৎপল ম্লান ; ছাদ-নিম্নে চারি ভিত্তি ঘিরি
মেঘদূত লীলাচ্ছবি ; তরুশ্যাম দূরে রামগিরি
জনক-তনয়া-স্নানে পবিত্র-উদক ; কুণ্ডলিয়া
ওঠে মেঘ উপত্যকা হ'তে ; ধায় শিপ্রা ঝিরি-ঝিরি,
জল-কেলি-ক্লান্ত যত কর্ণের ভূষণ ভাসাইয়া ;
মহাকাল মন্দিরের চূড়া জ্বলে সূচীভেদ্য তমিস্রা ভেদিয়া ॥

চলিছে মন্থর মেঘ জল-বিন্দু-ভারে, ইন্দ্রকান্ত
মণি নীল আভা ; পাশে পাশে চলে দল চাতকের ;
নন্দন-স্যন্দনচারী কিন্নরেরা দেখে নিম্নে শান্ত,
রেখামাত্র চর্ম্মবতী, স্বচ্ছ ক্ষীণ মাণিক্য-হারের
মত—দোলে মেঘ-মধ্য-মণি ! দিগন্তরে দশার্ণের
শ্যাম জম্বুবনপ্রান্ত ; শরমুখ ব্যূহ রচি ধায়
দলে দলে, গগনে বলাকামালা, স্তব্ধ মানসের
দিকে বিসকিশলয়বান্ ; সুদূর কৈলাস ভায়
অস্পষ্ট সত্যের মত,—ফেনরঙ্গে গঙ্গা যেথা গৌরীরে
শাসায় ॥

কোণে কোণে ঘুরিল সুন্দর ; হস্তিদন্ত বিরচিত
শুভ্র বস্ত্রাধারে হেরিল কাঁচুলিখানি, তুলি নিল
অতি যত্নে, তখনো লাগিয়া তাহে অতি পরিচিত
গন্ধ, ছানিল অঙ্গুলে তারে, কিছুক্ষণ রেখে দিল
মস্তকে কপোলে মুখে ; স্তনবন্ধ বস্ত্র পড়ি ছিল ;
যুগ্মস্বর্গচ্যুত সেই বাসনার বসনের পরে
সদ্যস্ফুট বন্ধুরতা বক্ষকুসুমের ; বিকশিল
সম্পূর্ণ চুম্বন এক মর্ম্ম ভেদি ক্ষিপ্ত ওষ্ঠাধরে
মানসের গর্ভ হ'তে সনাল কমল যথা ফোটে স্তরে স্তরে ॥

অর্দ্ধমুক্ত মঞ্জুষায় ছিল শাড়ি কান্তি মরকত ;
নিল তাহা সন্তর্পণে ; পাড় আঁকা পাকা ফসলের
বর্ণে ; খুলিতে একটি ভাঁজ গন্ধ কুঙ্কুমের ; যত
ভাঁজ খোলে তত বিচিত্র সৌরভ, শ্বেত-চন্দনের,
কস্তুরীর, অগুরুর, দারুচিনি, রক্ত গোলাপের
নির্য্যাস প্রখর, উশীর, কর্পূর মৃদু, দ্রাবক সে
মৃগনাভিকার ; অলক্ষ্য গন্ধের মেঘ সে কক্ষের
জমিল বাতাসে—শরতে পশ্চিমে যথা রশ্মিরসে
স্তরে স্তরে জ্বলে মেঘ লক্ষ লাক্ষা-দ্রাবী দীপ্ত গলন্ত প্রদোষে ॥

মেঝেতে মর্ম্মর থালে দেবতাপ্রসাদ ; নানা জাতি
ফলমূল ; ব্রহ্মপুত্র বালুচরে জাত দ্বিখণ্ডিত
তরমুজ, মধ্যভাগ রক্ত কালো, উঠিয়াছে মাতি
গৃহবাষ্প সুস্নিগ্ধ নির্গত রসে ; দক্ষিণে সজ্জিত
দ্বিধাভক্ত কমলাটি—আসামের হৃদয়-নিঃসৃত
সুরমার উপত্যকাচারী ; ডালিমটি রসভারে
বিদীর্ণ আপনি ; না সহে পরশ কোনো, ভূলুণ্ঠিত
দ্রাক্ষাগুচ্ছ অধর ব্যতীত ; পানপাত্রে একধারে
বেদানার সুধাদ্রব, মাতালের মত টলে বুদ্বুদের ভারে ॥

বসিল সুন্দর শেষে শ্বাস রুধি পালঙ্কের ধারে ;
পাশে বিদ্যা একখানি মূর্ত্তিমতী রাগিণীর মত।
চন্দনের পত্রলেখা ক্ষীণচন্দ্র ললাটের পারে ;
বিস্রস্ত অলক হ'তে ঝলমল মুক্তাগুলি শ্লথ,
তারি সাথে ঝিকিমিকি স্বেদলব জাল ; অসংযত
দুটি দুলে দুটি রক্ত ছায়া ; কভু ওঠে চমকিয়া
ওষ্ঠপুটে হাসিখানি বিতরিয়া চির সুধাব্রত ;
ডান কর শয্যালগ্ন ; বামহস্ত নীবী সামালিয়া ;
দেহ-বীণা তারে সুর অহল্যা সমান যেন আছে পাষাণিয়া॥

উদ্বেলিত পয়োধর অনাবৃত ইন্দ্রজাল হানি
নেত্রে দেয় সুধারস অঞ্জন মাখায়ে ; মুক্তা ডোর
বেষ্টি দোঁহে ঝুলিছে ডাহিনে ; এবে স্তব্ধ-কানাকানি
মণিহার হৃদয়ের উপত্যকা মাঝে ; কৃষ্ণ ঘোর
তিল এক বাম স্তন পার্শ্বদেশে, অযোগ্য যে চোর
সে যেন পশিল স্বর্গে ! ধীরে ধীরে নোয়াইল শির
সুন্দর বিদ্যার মুখে—যেমন নোয়ায়ে চন্দ্র, ভোর
বেলা, আপনার ক্লান্ত মুখখানি, গণে জলধির
বুকের স্পন্দন মৃদু, হেরে বক্ষে ছায়াখানি নিজ বিম্বটির

কাপিল বিদ্যার ওষ্ঠ—তাকায়ে সুন্দর ; অতি ক্ষীণ
ধ্বনিটুকু। 'সুন্দর, সুন্দর' ; স্বপ্নে বুঝি হেরে তারে!
ভাবিতে বীরের লাল হ'ল কর্ণমূল, রিণঝিণ্
রক্তধারা—হৃৎপিণ্ড দ্রুততর ; ধ্বনি এইবারে
স্পষ্টতর—'ফিরে এস, ফিরে এস, সুন্দর আমারে
যেয়ো না ফেলিয়া একা।' 'কোথা যাব, কোথা যাব, কোথা
শান্তি তোমারে ত্যজিয়া—চেয়ে দেখ, এসেছি বিদ্যারে,
তোরি তরে উপেক্ষিয়া স্নেহময়ী মালিনীর কথা,
অমাবস্যা রাত্রি ভেদি, অবজ্ঞিয়া তীক্ষ্ণ-অসি জাগ্রত জনতা॥'

'একি স্বপ্ন একি সত্য—এত সুখ জাগরণে কভু
হবে কি সম্ভব!' চমকিলা বালা! 'স্বপ্ন যদি হয়
হোক্ তাই—থাক্ তাহা কিছুক্ষণ আরো—ওগো প্রভু,
ইষ্টদেব।' হাসিয়া সুন্দর কহে—'নাহি পাবো লয়
কিছুক্ষণ শেষে সখি—হের আমি তোমারি অক্ষয়
সুন্দর বরেন্দ্রপুত্র।' চকিতে উঠিতে তার, বক্ষ
অনাবৃত লাগিল বৈদেশি বুকে; সলজ্জ বিস্ময়
ভরে দিল তুলি বস্ত্রাঞ্চল; সামালিল চ্যুত-কক্ষ
নীবীবন্ধ গ্রন্থীখানি। বাহিরে তখন সবে নেশায় অশক্য॥

দুঃসহ রভসবেগে সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন
কণ্টকিয়া উঠিতেই টুটি লুটি পড়ে—অকস্মাৎ
দর্শনের অকুণ্ঠিত সুখ তেমনি বিদ্যার মন
দিল ভয়ে ভরি। ‘এলে তুমি প্রিয়তম, আজি রাত
ভয়ঙ্কর! আসন্ন ঝড়ের মেঘে না করি দৃকপাত,
দুরন্ত নাবিক তুমি! নামিত এ ঝড় যদি!’ ‘সেই
জানে কি আনন্দ তীরবন্ধ করিয়া পশ্চাত
একে একে পালগুলি ব্যগ্রভাবে খুলি মুহূর্তেই
মাস্তুলের চূড়াগ্র অবধি, ভাসাতে তরণী! ডুবি যদি এ

অলঙ্ঘ্য সাগরতলে মণিমুক্তা দুর্লভ প্রবাল
রচি দিবে অন্তিম-বাসর। আর যদি উত্তীরিয়া
পঁহুছাই কাম্য দ্বীপে মোর, তবে সুপ্রসন্ন ভাল,
ভাগ্যে আছে এই'—এত বলি দুই বাহু প্রসারিয়া
ধরিল বিদ্যারে। 'থামো, থামো আজ নয়, মন দিয়া
শোনো'—'বৃথা উত্তরিনু সিন্ধু, বৃথাই কি সন্ন্যাসীর
বেশে গোঁয়ালেম বর্ষ মাস হায়! উঠিল শ্বসিয়া
সুন্দরের মর্ম্মান্ত অবধি! নহে কভু চিত্ত-স্থির
প্রেমিক, পাগল, শিশু—কাঁটা যেন অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডটির।

দেখা দিল দুটি অশ্রু দুটি চক্ষু কোণে—তবু তাহা
রাখিল চাপিয়া বিদ্যা রুদ্ধ অভিমানে—যথা
সতর্ক কমলদল সন্তর্পণে ধরি রাখে, আহা
একটি শিশিরবিন্দু প্রাতঃসূর্য্য পানে। আছে কথা
ওরি মাঝে দীর্ঘ রজনীর। ঘুচাইয়া নিস্তব্ধতা
কহিতে লাগিল বিদ্যা—'পুরুষের ভালবাসাখানি
উদ্দাম উদ্বেল মত্ত অকস্মাৎ-বর্ষণে আগতা
তটপ্লাবী বন্যাসম—ভাসাইয়া পশুপক্ষী প্রাণী
নিয়ত লেলিহমান, যেন এই চিরন্তন, শেষ নাহি জানি॥

"সকালের বন্যা, হায়, বৈকালে কোথায় চিহ্ন তার!
ধ্বস্তগ্রাম, ভগ্নতরু, মগ্নজীব, ভেসে-আসা খড়—
নির্দ্দেশিছে পথখানি সর্ব্বগ্রাসী সেই নগ্নতার!
রমণীর প্রেম, সখা, শান্ত স্তব্ধ যেন সরোবর
চারিকূলে আবেষ্টিত! একমাত্র তাহার নির্ভর
গোপন মনের সুধা। হ্রাসবৃদ্ধি সে ত নাহি জানে,
না শোনে বন্যার ডাক। একবার হলে ভর-ভর,
চিরপূর্ণ! মৃদুমন্দ আনন্দ-হিল্লোল বহে প্রাণে,
সুন্দর কমল ফোটে না জানে কখন সেই সলিল-উদ্যানে॥

যেনরে কমল দল আপনার শিশিরাশ্রু ভারে
নত হ'ল! স্তব্ধ-কথা নেত্র হ'তে নীরব বিদ্যার
ঝরিল রে অশ্রুধারা, সিক্ত করি, অঙ্গদখানারে
বামমণিবন্ধশায়ী। তুলি ধরি মুখখানা তার
মুছাল সুন্দর ধীরে; রাখিল সে অতি লঘুভার
গ্রীবাখানি স্কন্ধে নিজ—বুকে তার বক্ষ সমর্পিয়া
লাগিল কহিতে—'সেই পুরাতন ছন্দে, রক্তধার
বহিতেছে করি অনুভব—তবে কেন, তবে কেন প্রিয়া,
সরাইলে ওষ্ঠপুট, এ নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বিঁধিলে হানিয়া॥"

কহিতে লাগিল বিদ্যা উর্ব্বশীর বীণাখানি সম,
'শিবরাত্র-ব্রত করি পতি-ভিক্ষা মাগে যে রমণী,
পায় সে অভীষ্ট বর ! আজি আমি মোর প্রিয়তম
লাগি পালিয়াছি ব্রত, সঁপিয়াছি মস্তকের মণি
পুরোহিতে, রহিয়াছি উপবাসী অতি পুণ্য গণি !
তাই তো এ অবাধ্যতা ! সখা, তাই আজি আসিবারে
করিনু বারণ।' 'দেবতা প্রসন্ন তাই বুঝি, ধনি,
দেখা হ'ল।' সবল দু'বাহু পাশে চাপিয়া তাহারে
বাজাইল দেহ-তন্ত্রী—অজস্র মূর্চ্ছনাময় উন্মাদ ঝঙ্কারে ॥

'স্বপনে দেখিতেছিনু, যেন তুমি শিবিকা সহিত
আসিয়াছ নিতে মোরে না হইতে ব্রত উদ্‌যাপন!
আমি না চাহিনু যেতে—তুমি রাগে অমনি ত্বরিত
ফিরাইলে মুখ। ভয়ে লাজে ডাকিলাম ঘন ঘন—
সুন্দর, সুন্দর; স্বপ্নে তুমি নাহি দিলে মোরে কোনো
সাড়া', 'স্বপ্নের সে অপরাধে, সত্যতর রূপে, দ্বারে
তব উপস্থিত, দিয়েছি উত্তর, মর্ম্ম জানে।' 'শোনো
কথা, স্বপন কি সত্য হয়!' 'অদৃষ্ট প্রসন্ন যারে
স্বপ্ন, সত্য শুধু নামান্তর তার! ওঠ সখি, রাত্রি শুধু বাকে

'বিদেশী রাজার সৈন্য ঘিরিয়াছে আমার নগর
দূতমুখে পেয়েছি সংবাদ কাল। এ বিপদে আর
কে কোথা নিশ্চিন্ত থাকে? হের অসি মোর পার্শ্বচর
গর্জ্জিতেছে পলে পলে! চল শীঘ্র থাকিতে আঁধার।'
'আজ থাক্ আজ থাক্ ব্রত মোর হইবে উদ্ধার
কাল প্রাতে, সে তোমারি মঙ্গল লাগিয়া—তারপরে'—
'তবে তাই হোক্'—নিমেষে উঠিলা বীর শয্যাধার
পরিত্যাজি! 'তন্বী তুমি সম্পদের সৌভাগ্য-শিখরে
অস্তহীন শুক্রতারা! মোর আশা নিম্নশায়ী উপত্যকা 'পরে

বিচ্ছিন্ন কুয়াশা সম যাক্ মিলাইয়া অন্ধকার
অবসানে ! প্রত্যাশার মরূদ্যানে বসিয়া বসিয়া
গণিয়াছি দণ্ড পল কালসূচী বালুঘটিকার
ক্রমস্ফীত ধূলিস্তূপে, ছিল আশা উদিবে হাসিয়া
আমার সৌভাগ্য-তারা সূর্য্যাস্তের সীমান্তে আসিয়া
গোধূলির সীমন্তিনী, কিন্তু হায়, এ কি বেশে এলে !
মরুর পথিক সম বক্ষপুটে আনিলে বহিয়া
দুঃখের বারতা শুধু, তাই হোক দাও দূরে ঠেলে !
এ পৃথ্বী এতই বড় ছাড়াছাড়ি হ'য়ে দোঁহে দূরে চলি গেলে

কদাচিৎ দেখা আর! নিভে যায় আঁখির সে জ্যোতি,
যাহে দোঁহে চিনেছিল দু'জনারে। তবু তবু প্রিয়া,
চলে যদি যাই আমি পৃথিবীর সীমান্ত অবধি—
চুম্বক-শলাকা যথা একদৃষ্টে থাকেরে চাহিয়া
সুদূর উত্তরে কোন্—সেই মত অবল্লভ হিয়া
নিয়ত স্মরিবে তোমা!' ধীরপদে গেল বীর মুখে
সুড়ঙ্গের। সে আবেগে কক্ষখানি রণিয়া কাঁপিয়া
পীড়িয়া উঠিতেছিল মুহুর্মুহু মর্ম্মাহত দুখে
ঝঙ্কৃত তন্ত্রীর মত! হঠাৎ দর্পণপটে হেরিয়া সম্মুখে

করবীর বিম্বগুচ্ছ দাঁড়ালো থমকি ; স্মিত হেসে
খুলি পুষ্প গেল ফিরি যেথা বিদ্যা ম্রিয়মান হায়
নিমেষে গণিতেছিল একলক্ষ যুগ ; পরাইল কেশে
প্রতি রজনীর মত শেষবার ফুল ! অমনি রে তায়
কে ধরিল সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে। কে কহিল বেদনায়
মর্ম্মান্ত উদ্বেলি তার—'হে বিদেশি, সঙ্গী হব তব
সুমেরুর সীমান্ত অবধি ! যাব যাব যেথা চায়
যবে চায় চিত্ত তব। জীবনের বাঁকে বাঁকে নব
নব অদৃষ্টের সাথে, নির্ভয়ে চলিব ধেয়ে—তুমি মোর সব

'যাব যেথা হিমাদ্রির কুণ্ডলিত কুহেলি নিঃশ্বাসে
দিগন্তের নীল নেত্রে মুহুর্মুহু ছায়াছানি পড়ে !
যাব যেথা উচ্চকিত পাগলিয়া পুঞ্জিত হুতাশে
স্রস্তকেশ তিস্তা হ'তে রাশি রাশি ফেনপুষ্প ঝরে !
আপন ছায়ায় ভীত মৃগদল ধায় যেথা ডরে,
দিবসে জোনাক-জ্বালা, শ্বাপদের আঁখি-দীপ্ত পথে
নিঃশঙ্কে চলিব দোঁহে শব্দবেদী তটরেখা ধরে'
ব্রহ্মপুত্র স্রোতস্বীর ! অতিক্রমি এ মর্ত্ত্য জগতে
যাব অলকার পানে উত্তীরিয়া ক্রৌঞ্চদ্বারে দৃপ্ত মনোরথে ॥

'লহ রাজ্য লহ ধন, লহ লহ এ রূপ যৌবন,
লহ কান্তি, লহ শোভা, লহ লহ পরম দুঃসহা
চিত্তের চরম তৃষা ; দুরুদ্দেশ্য এ তুচ্ছ জীবন,
মৃত্যুর দিগন্তব্যাপী জগদ্দল একান্ত দুর্ব্বহা
লহ লহ অস্তিত্ব আমার ! অনন্তকাল প্রবহা
এ ক্ষুদ্র রহস্য-কণা বাছি লয়ে অন্য সব হ'তে
করো তব সামগ্রী খেলার ! সখা নাহি যায় কহা
জনমের সমগ্র সাধনা, যবে অনির্বার স্রোতে
বাহিরায় পুঞ্জ পুঞ্জ, তবু ভাবি কতটুকু আসিল আলোতে ॥'

চঞ্চলা চাঁপার ছায়া পরিত্যজি বৃক্ষের আশ্রয়
ঝড়ের উত্তরী ধরি চাহে যথা উধাও হইতে—
তেমনি উঠিল বিদ্যা, অঙ্গে দিল রক্তচ্ছটাময়
কাঁচুলিটি উলটিয়া ; ব্যস্ত করে কেশ জড়াইতে
খুলিল ডাহিন দুল ; মুখর নূপুর উতারিতে
বাঁধিল বিষম গ্রন্থী। নত হ'য়ে মারি এক টান
সুন্দর ছিঁড়িল তারে—ছড়াইয়া লাগিল ঝলিতে
অশ্রুর মতন মুক্তা ; আড় চোখে নিজমূর্ত্তি খান
দর্পণে দেখিল বিদ্যা—সিন্দুর-কুঙ্কুম-বিন্দু ললাটে অম্লান ॥

য়-গুঞ্জন সম উস্‌খুস্‌ মৃদুমন্দ রবে
খুলিল দুয়ারখানি স্পর্শখুসী বিদ্যার মায়ায়!
পলকে ঝলক মারি রশ্মিরাশি পশিল গৌরবে
দাগিল ভিত্তির গাত্র দু'জনার একটি ছায়ায়।
দু'জনে বেষ্টিয়া দোঁহে ছায়ালগ্ন পাদপের প্রায়
ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পায়ে পায়ে নামিল সোপানে;
প্রদীপের যাতায়াতে বিচলিত দুটি ছায়া, হায়,
পড়িল ডাহিনে বামে, আগে পিছে এখানে ওখানে,
শরীর-রক্ষীর মত আবর্ত্তিল; দুইজনা চলে সাবধানে॥

মদিরাপিচ্ছিল মত্ত প্রাসাদের বলভি-সভায়
নয়নে লেগেছে নেশা, সঙ্গীতের ভাঁজে ভাঁজে ঘোর ;
নূপুর-স্খলিতা সবে নিদে মদে উন্মাদিনী প্রায় !
কাহারো শিথিল হ'ল কটিলগ্ন নীবীবন্ধ ডোর,
নির্দ্দয় কটাক্ষ হানে চতুর্দ্দিকে কোনো চিত্ত-চোর।
স্বেদোজ্জ্বল স্তনে কারো পীতরশ্মি পিছলিয়া পড়ে,
ছিন্ন মণিহার কারো উল্কাসম ছুটিয়াছে জোর,
চাপা-হাসি কোনো নটী বন্দী হ'য়ে রাজপুত্র করে
ভাণকরা লজ্জাবেশে সম্বরিতে বস্ত্র হায়, শ্লথতর করে॥

প্রাসাদ রাখিয়া বামে দুই জনা চলিল সত্বর—
সঙ্কীর্ণ গলির পথ ; দুই পাশে স্তম্ভ সারি সারি
ভূতলে ফেলিয়া ছায়া মিশিয়াছে ক্রমে শীর্ণতর
সুদীর্ঘ বীথির প্রান্তে ; তীর্থোদকে ভরি স্বর্ণঝারি
মন্দার মালিকাময়ী পূজারিণী যত যক্ষ নারী
মস্তকে বহিছে ছাদ ; চাতালের আঁকা ধারে ধারে
বধূ-বিয়াকুল দ্রুত কিম্পুরুষ নভাঙ্গনচারী।
স্তম্ভ শ্রেণী অবকাশে বিজড়িত আলো অন্ধকারে
সচল দুইটি ছায়া, আলোকের মাঝে কভু, কখনো আঁধারে॥

প্রাসাদ-কাননে বামে নীলকান্ত দীপের মায়ায়
ঊর্দ্ধ অধঃ চতুর্দ্দিকে রচিয়াছে ইন্দ্রজালখানি।
গোলাপ করবী কুন্দ দাড়িম্বের আরক্ত নেশায়
নীলাভ আভাস দিল দিগন্তের নীলাঞ্জন ছানি।
উচ্ছ্বসিত জলযন্ত্র ঝিরি ঝিরি আত্মগত বাণী
বকিছে আপন মনে ; পরাগের শয্যাতলে বসি
কোকিল কুহরে মৃদু ; একপায়ে দীর্ঘছায়া হানি
সারস স্বপনে মগ্ন ; রহি রহি বায়ু ওঠে শ্বসি
অলিন্দ-আলিসা হ'তে কেলিস্রস্ত পারাবত-পক্ষ পড়ে খসি ॥

নেশাসুপ্ত সিংহদ্বার প্রেমীযুগ্ম অতিক্রম করি
দাঁড়ালো দীঘির তটে ; অন্ধকারে শুনিল নিয়ড়ে
অশ্বের নিশ্বাস-শব্দ ; সুন্দরের শিষ অনুসরি,
সচকিয়া নির্জ্জনতা শুষ্করাশি পত্রের মর্ম্মরে,
আনন্দিত হ্রেষা তুলি, চারি খুরে অধীরতা ভরে,
বেগের ব্যঞ্জনা বহি দাঁড়াইল আনমিয়া শির
সুশিক্ষিত অশ্ববর ; স্পর্শ লভি পরিচিত করে
কালো চোখে আলো জ্বালি ভেদ করি অখণ্ড তিমির
বিদ্যার দর্শন লভি প্রভুরে সার্থক দেখি পুলকে অস্থির ॥

সোনার রেকাব ’পরে পা রাখিয়া অশ্বে আরোহিয়া,
বিদ্যারে বসায়ে যত্নে সন্তর্পণে সম্মুখে তাহার
মৃণাল-কোমল তনু বামহস্তে ধরিল বেষ্টিয়া,
দক্ষিণে বল্‌গা ধরি মৃদু চাপ দিল অশ্বে তার।
মুহূর্তে কেশর নাড়ি, ধনু সম বাঁকাইয়া ঘাড়,
জাগায়ে যুগল কর্ণ—একবার করি হ্রেষারব
ছুটিল সুন্দর অশ্ব। অকস্মাৎ পড়িল বিদ্যার
অসতর্ক দীর্ঘশ্বাস—আঁখিপ্রান্তে দুটি মুক্তা-দ্রব।
রহিল রহিল পড়ি পিতামাতা, আজন্মের গৃহ দ্বার সব॥

রহিল রহিল পড়ি পুরাতন প্রাগ্‌জ্যোতিষ ধাম,
রহিল রহিল পড়ি পরিচিত সুখের বন্ধনী,
রহিল সখীর দল, রহিলরে আরাম-বিরাম !
এখন সম্মুখে শুধু প্রসারিয়া বিপুল তর্জ্জনী
অজ্ঞাত অগাধ রাত্রি ; সঙ্গে চলে অশ্বখুরধ্বনি।
তারা-জ্বলা দীঘিজল একবার ঝকিল দক্ষিণে,
বামেতে হাঁকিল শান্ত্রী রজনীর প্রহরান্ত গণি।
জটিল পুরীর পথে ধায় দোঁহে দীপদীপ্তি বিনে,
বাতায়ন-বিচ্ছুরিত রশ্মিভয়ে নতশির, পাছে ফেলে চিনে ॥

অতীতঅঙ্কিত জীর্ণ নগরের সিংহদ্বার ছাড়ি
সম্মুখে অনন্ত মাঠ, দিগ্বলয়ে অন্ধকারে লীন
গারো পাহাড়ের লেখা ; উল্কাবেগে দেয় অশ্ব পাড়ি
ফলন্ত ভুট্টার ক্ষেত আবক্ষ-উন্নত ; জ্বলে জিন্
সপ্তর্ষির আলোপাতে ; তালে তালে বাজে রিন্‌ঝিন্
সাজের কনক-ঘণ্টা ; দুই পাশে আফিঙের বনে
দিবসের মউমাছি মধুমদে পক্ষগতিহীন
চমকে দুলন্ত ফুলে ; সে সুগন্ধি সুতীক্ষ্ণ পবনে
বিঁধিল বিদ্যার অঙ্গে, সুন্দরের শিরে শিরে—কাঁপিলা
দু'জনে

ফাল্গুন বাতাসে ভাসে খেজুরের মদির নিশ্বাস
কান্তারের কোণে কোণে ; কখনো বা গন্ধ-অনুমান
বন-চামেলির স্তূপ ; সৌরভের তীব্র নাগপাশ
কোথাও হানিছে চম্পা ; কোনোখানে মাধবিকা ম্লান
বসন্তের একান্ত তুলাল ; কভু ধানশ্রীর গান,
অবিরল কলধ্বনি, সঁপিয়াছে একখানি পাড়
মৌনতার উত্তরীয় প্রান্ত ঘিরি করি দীপ্তি দান।
শুষ্ক-ঘাস বাঁশবনে দগ্ধ করি দূর গিরিসার
কিংশুক-কোমল শিখা স্তরে স্তরে বহ্নিলীলা করিছে বিস্তার॥

অকস্মাৎ নিশীথের মর্ম্ম হ'তে দিগন্ত অবধি
নীলাভ উল্কার রেখা আকাশেরে ফেলিল ছিঁড়িয়া,
ইস্পাত-মলিন নীল উদ্ভাসিল ধানশ্রীর নদী,
উদ্ভাসিল একবার স্বেদলবমুক্তাজাল দিয়া
পীতাভ-পাণ্ডুর মুখ বিদ্যার—সে তমিস্রা ভেদিয়া।
ক্ষণিক-আলোক লুপ্ত গাঢ়তর সুপ্ত-অন্ধকারে
নভশ্চ্যুত স্বপ্ন সম দুই জনা চলিল ছুটিয়া।
ভেদ করি গিরিদরী জনগ্রাম নগর কান্তারে
ভেদ করি তারকিত-নির্জ্জনতা নবতন দিগন্তর পারে॥

১৩৩৬

‘প্রাচীন আসামী হইতে’ সম্বন্ধে অভিমত

বঙ্গশ্রী, চৈত্র, ১৩৪০—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি; তাঁহার বসন্তসেনা তাঁহাকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের দরবারে একটি নির্দ্দিষ্ট আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ‘প্রাচীন আসামী হইতে’ কাব্যখানি তাঁহাকে অধিকতর গৌরব দান করিল। বাঙালী পাঠক তাঁহার কাব্য আওড়াইয়া প্রেমিকার প্রতি প্রেম নিবেদন করিবে—সেদিন আসিতে বিলম্ব নাই। * * ‘প্রাচীন আসামী হইতে’ মনে সেই সুরের, সেই মোহের সঞ্চার করে; আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়, সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে বা অন্তরালে এমন একটি রাজ্যে আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞাত-সারে লইয়া যায়—* * সে-লোক প্রাচীন আসামে কিনা বলিতে পারি না, কালিদাসের প্রাচীন উজ্জয়িনীর সহিত সে-লোকের বুঝি মিল আছে।

FORWARD, March 7th, 1934—......His poems, particularly, have a charm of their own and have secured a high place among our poets.......his poetic talents are in full display in this nice little book also.......As one goes through them, he fogets the worries and troubles of the world for the time being and feels himself carried to a land of dream full of Joy.......

AMRITABAZAR PATRIKA, April, 3rd, 1934. . . . Mrvellous in simplicity and expression and can be ascribed to any poet modern or old. . . . Here sex has undergone sublimation and human beauty is not grasped with the hands but is refracted in rainbow colours through the prism of the heart. The poet wanted to open his heart—whole heart in one supreme effort and lay it down in one intensive lyric, and . . . . he has succeeded in his effort.

"শনিবারের চিঠি", ফাল্গুন, ১৩৪০—* * * হৃদয়ের চেনা সুরের সঙ্গে ইহার সুর বাঁধা * * প্রেমিক কবি তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন-রাঙা তূলি দ্বারা তাঁহার আসামীয় দেবীর যে চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন তাহার অনবদ্য colour-scheme বর্ত্তমান যুগের তথাকথিত মডার্ণ কাব্য-নিগৃহীত দৃষ্টির কাছে একটি পরম বিস্ময় রূপেই প্রতিভাত হইবে। * * *

এই গ্রন্থখানিকে বর্ত্তমান কালের একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইতে কাহারো দ্বিধা করা উচিত হইবে না।

মূল্য ৸০

রঞ্জন প্রকাশালয়
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

এই লেখকের—

দেয়ালি (কবিতা)

বসন্তসেনা (কবিতা)

দেশের শত্রু (উপন্যাস)